প্রকৌশল বিভাগ

বিআইডব্লিউটি'র অপারেশনাল বিভাগগুলোর মধ্যে প্রকৌশল বিভাগ অন্যতম। বিভিন্ন নদী বন্দরের বিদ্যমান মাধ্যমে নিরাপদ যাত্রী চলাচল সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ এ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। এছাড়াও সময়োপযোগী ও চাহিদার সাথে সংগতি রেখে নতুন অবকাঠামো নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রনয়ন, প্রকৌশল বিভাগের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

১. প্রকৌশল বিভাগের প্রধান কাজসমূহঃ-

(ক) বিভিন্ন নৌ-বন্দর সমূহ/লঞ্চঘাটে যাত্রী সাধারণ ও মালামাল উঠানামার সুবিধার্থে টার্মিনাল ভবন, ষ্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি/স্টীল জেটি, ট্রানজিট শেড ইত্যাদি ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ;

(খ) পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীর মত বৃহৎ নদী সমূহের তীরবর্তী স্থানে ফেরীঘাট নির্মাণসহ ফেরী টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ড, সংযোগ সড়ক, যাত্রী বিশ্রামাগার ইত্যাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ;

(গ) বন্দর, ফেরীঘাট ও লঞ্চঘাট সংলগ্ন এলাকায় সীমিত আকারে নদীর তীর রক্ষার কাজ।

(ঘ) অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থাসহ নতুন প্রকল্প প্রণয়ন এবং জরীপ ইত্যাদি কাজ;

(ঙ) নৌ-বন্দর সমূহের সীমানা নির্ধারণ, ফোরশোর জরীপ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন;

উপরিউক্ত কার্যাদি সম্পাদন ছাড়াও সমগ্র বাংলাদেশ ২২টি নৌ-বন্দরের স্থাপনাদিসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মিত প্রায় ১১০০ (এগারশত) বিভিন্ন প্রকারের স্থাপনাদি যার মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যাদি, মালামাল, জ্বালানী এবং যাত্রী সাধারণ উঠানামা ও চলাচল করে থাকে, ঐ সকল স্থাপনাদি মেরামত ও সংরক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করতে হয়।

২. প্রকৌশল বিভাগের জনবল কাঠামো ঃ-

প্রকৌশল বিভাগের প্রধান প্রকৌশলীর অধীনে দুই ভাগে যথাক্রমে ঢাকা অঞ্চল এবং বরিশাল অঞ্চল অভিহিত পুর্বক দুইজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মাধ্যমে প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত বিভাগে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ২৭৮ জন। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণী-৩৩ জন, ২য় শ্রেণী-৪৩ জন, ৩য় শ্রেণী-৮৩ জন এবং ৪র্থ শ্রেণী-১১৯ জন। প্রকৌশল বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও দায়িত্বাবলী নিম্নরূপঃ-

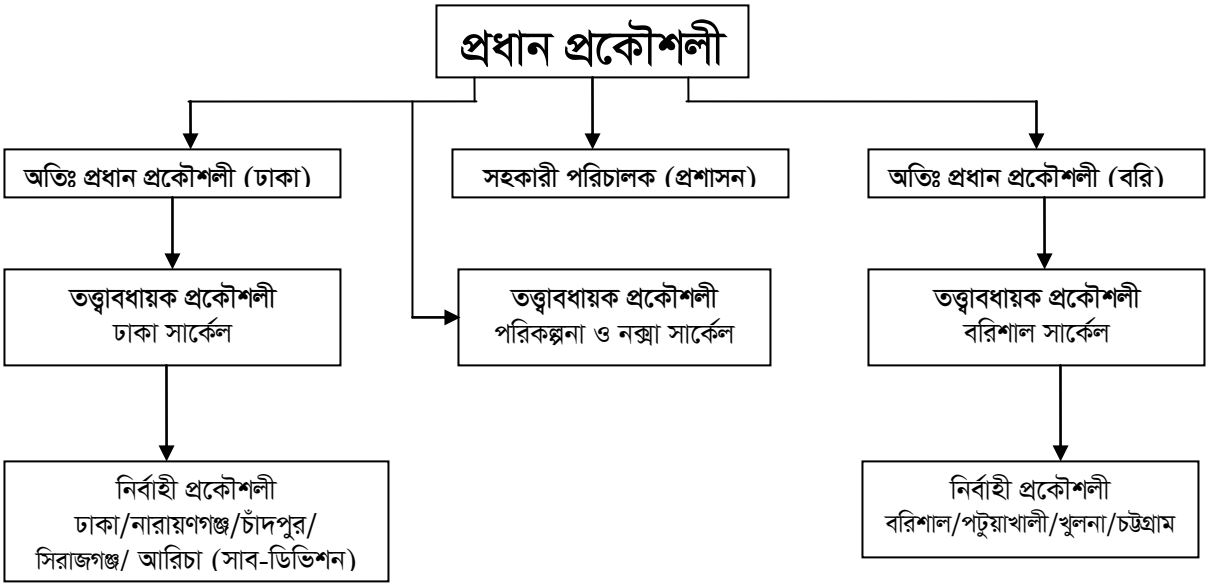

৩.১ প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর ঃ

এ দপ্তরটি বিআইডব্লিউটিএ'র মূল ভবনে অবস্থিত। এই দপ্তরে ১ জন প্রধান প্রকৌশলী ও ২ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা জোন ও বরিশাল জোন) এবং ১ জন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), ৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণী, ১০ জন তৃতীয় শ্রেণী ও ০৮ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ বিদ্যমান। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কর্তৃক সার্বিক বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম ছাড়াও ৩টি সার্কেল অফিসের মাধ্যমে যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ ইত্যাদি তদারকি কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

৩.২ পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল ঃ

দপ্তরটি ঢাকাস্থ মূল ভবনে অবস্থিত। এই দপ্তরে ১ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ২ জন নির্বাহী প্রকৌশলী ও ১ জন সহকারী প্রকৌশলী, ২ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ১ জন ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান, ১ জন সিনিয়র ড্রাফটম্যান, ১ জন সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। তাছাড়া ব্যবস্থাপনা কর্মচারী ১১ জন এবং ১৭ জন কারিগরী কর্মচারী আছে। এ সার্কেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভিশনের অবকাঠামো নির্মাণ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের প্রাক্কলন যুক্তিযুক্ত করণ/পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের যেমন টার্মিনাল ভবন, যাত্রী বিশ্রামাগার, ট্রানজিট শেড ইত্যাদির অবকাঠামোগত ডিজাইন ও প্লান এ সার্কেলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। উন্নয়নমূলক কাজ সমূহের প্রকল্প/ডিপিপি প্রনয়ন, বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়ের উপর প্রকৌশল বিভাগ সংশ্লিষ্ট মতামত প্রদান এই সার্কেলের অন্যতম কাজ। সমীক্ষা প্রকল্প প্রনয়ন, বাস্তবায়নও এ সার্কেলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। মতিঝিলস্থ বিআইডব্লিউটিএ'র মূল ভবনের সকল প্রকার কাজ (উন্নয়ন, মেরামত, লিফ্ট চলাচল) এ সার্কেলের জনবল দ্বারা সম্পাদন করা হয়।

৩.৩ ঢাকা সার্কেল ঃ

দপ্তরটি ঢাকাস্থ মূল ভবনে অবস্থিত। এই দপ্তরে ১ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ১ জন সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা ও ৫ জন কর্মচারী বিদ্যমান। এর আওতায় নিম্নলিখিত ৪টি ডিভিশন ও ১টি সাব-ডিভিশন অফিস যেমনঃ-

(১) ঢাকা (২) নারায়ণগঞ্জ (৩) চাঁদপুর (৪) সিরাজগঞ্জ (৫) আরিচা (সাব-ডিভিশন)। উত্তরবঙ্গের সাথে ফেরীপথে যোগাযোগের সুবিধার্থে আরিচা/পাটুরিয়া-নগরবাড়ি-দৌলাদিয়া ফেরীঘাট, ঢাকার সাথে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের সুবিধার্থে মাওয়া চরজানাজাত-কাঁঠালবাড়ি ফেরীঘাট, চট্টগ্রামের সাথে সরাসরি শরীয়তপুর-মাদারীপুর-ফরিদপুর হয়ে খুলনা যাতায়াতের জন্য হরিণঘাট/চাঁদপুর-আলুবাজার/শরীয়াতপুর ফেরীঘাটের উন্নয়ন/নির্মান, মেরামত ও সংরক্ষণ করা এ সার্কেলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এ সার্কেলের অধীন উপরে বর্ণিত ৪ টি ডিভিশন ও ১টি সাব-ডিভিশনের মাধ্যমে নৌ-পথে যাতায়াতকারী যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে লঞ্চ ল্যান্ডিং ষ্টেশন, উন্নয়ন/নির্মাণ,বিদ্যমান লঞ্চ ল্যান্ডিং ষ্টেশনের জেটি, গ্যাংওয়ে, যাত্রী বিশ্রামাগার, টার্মিনাল ভবন ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা অত্র সার্কেলের দায়িত্ব।

৩.৪ বরিশাল সার্কেল ঃ

দপ্তরটি বরিশাল শহরে অবস্থিত। এই দপ্তরে ১ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ১ জন সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা, ১ জন নক্সাবিদ, ২ জন নিম্নমান সহকারী / মুদ্রাক্ষরিক এবং ২ জন পিয়ন বিদ্যমান। ইহার আওতায় ৪টি ডিভিশন অফিসঃ-

(১) বরিশাল (২) পটুয়াখালী

(৩) খুলনা (৪) চট্টগ্রাম

দক্ষিণাঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় জলযান/লঞ্চ যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম। এ অঞ্চলের অধিকাংশ জনসাধারণ নৌ-পথে যাতায়াত করে থাকে। নৌ-পথে যাতায়াত সুগম এবং জলযানে উঠানামা করার সুব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ল্যান্ডিং সুবিধাদি যেমন জেটি, শোর কানেকশন, যাত্রী বিশ্রামাগার ইত্যাদি ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যমান এ সকল স্থাপনা সুষ্ঠু মেরামত ও সংরক্ষণ তদারকি করা এ সার্কেলের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া জনসাধারণ ও মালামালের জলযানে উঠানামার সুবিধার্থে নতুন ল্যান্ডিং ষ্টেশন স্থাপন/উন্নয়ন কার্যক্রমের তদারকি এ সার্কেলের মাধ্যমের করা হয়ে থাকে। কীর্তনখোলা নদীর তীরে বরিশাল অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর অবস্থিত। এ বন্দরটিকে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, মেরামত ও সংরক্ষণ এ সকল কাজ এ সার্কেলের মাধ্যমে তত্ত্বাবধানে করা হয়ে থাকে। বর্ণিত কাজ সমূহ বরিশাল সার্কেলের অধীন ৪টি ডিভিশনের মাধ্যমে সম্পাদিত হযে থাকে।